ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার 'চন্দ্রমুখী'র চরিত্রে কঙ্গনা, প্রকাশ্যে এলো ফার্স্ট লুক

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টিত অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শুরু করবেন স্মিথ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২২ ● কলকাতা ● ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১২ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দেশদ্রোহিতা আইনও প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্র, ঘোষণা শাহের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রিটিশ আমলের তিনটি ফৌজদারী আইন সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে সংসদে বিল পেশ করল মোদি সরকার। এর ফলে বদলে যাচ্ছে আইপিসি এবং সিআরপিসি আইনের নাম। এ দিন সংসদে এই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রস্তাবিত এই নতুন বিলে শিশু এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ. খুন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আইনগুলির উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আবার এই প্রথম বার ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে সামাজিক সেবাকেও শাস্তি হিসেবে রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দুর করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে নতুন এই বিলে। সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঠেকাতেও নতুন আইনে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অমিত শাহ সংসদে দাবি করেছেন, ব্রিটিশ আমলের আইনগুলি সম্পূর্ণ রূপে বদলে ফেলাই ছিল মূল লক্ষ্য।

অমিত শাহ বলেন, 'যে আইনগুলি অবলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে সেগুলির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনকে আরও মজবুত করা। ন্যায় বিচার দেওয়ার বদলে শাস্তি দেওয়াই ছিল আইনগুলির উদ্দেশ্য। নতুন আইন এনে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারকে

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি কর্মীদের জন্য কল্পতরু পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

এই সিদ্ধান্তের জেরে খুশির হাওয়া রাজ্যের সর্বত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড় খবর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে কর্মীদের পদোন্নতির ব্যাপারে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন পদ তৈরি করা হবে নবান্নের কর্মীদের পদোন্নতির গতি আরও ত্বরান্বিত করার জন্য। নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে মোট ৩১৬ টি নতুন পদ সৃষ্টি করার। এছাড়াও সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ১৬ এবং ২৫ বছরের পরিবর্তে সরকারি কর্মীরা ১৫ ও ২৪ বছর থেকে সুবিধা পাবেন উচ্চ বেতন কাঠামো বা 'হায়ার স্কেল স্যালারি'-র। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম'-র ক্যাশলেস সুবিধা দেড় লাখ থেকে বাড়িয়ে দু লাখ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা যাচ্ছে নতুন এই পদগুলি তৈরি হবে অতিরিক্ত সচিব থেকে সেকশন অফিসার পর্যায়ে। এবার তাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে অতিরিক্ত সচিবের দশটি পদ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যাপারে নতুন নীতির সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

জানা যাচ্ছে এতদিন পর্যন্ত যদি কেউ রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরিতে যোগদান করতেন তাহলে তিনি যুগ্মসচিব পর্যন্ত পদে যেতে পারতেন। জানা গিয়েছে, নবান্নের সচিবালয়ে সেকশন অফিসারের সংখ্যা ৪৭০ থেকে বৃদ্ধি করে করা হচ্ছে ৬০০।

২০৮ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করা হচ্ছে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, স্পেশাল অফিসারের পদ। অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদ ১১২ থেকে বেড়ে ১৫০টি, ডেপুটি সেক্রেটারির পদ ১১৪ থেকে বেড়ে ১৫০ ও জয়েন্ট সেক্রেটারির পদ ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

আডবাণীর দাবি নাকচ মোদীর,

ভোট কমিশনের মাথায় কোনও 'রাজীব সিনহা' বসবেন কিনা উদ্বেগ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের রায় খারিজ করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কেন্দ্রের হাতেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাখতে চাইছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। অথচ দশ বছর আগে লালকৃষ্ণ আডবাণীই এই সুপারিশ করেছিলেন।

বস্তুত কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী জমানায় নির্বাচন কমিশনের উপর সরকারের প্রভাব বিস্তার নিয়ে বার বার অভিযোগ উঠেছে। কমিশন আদৌ নিরপেক্ষ কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বাংলায় একুশের নির্বাচন হয়েছিল আট দফায়। তখনও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই গত মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ যখন রায় ঘোষণা করেছিল তখন স্বাগত জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। টুইট করে তিনি বলেছিলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ে গণতন্ত্রের জয় হল'। মমতা এও বলেছিলেন, অত্যাচারী শক্তির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণের ইচ্ছাই বিরাজ করছে!

কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে পাশ কাটাতে সরকার নতুন বিল আনায় মমতাও অসন্তুষ্ট। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আলোচনা চাইছে তৃণমূল। কংগ্রেসও তাতে রাজি। ওই বিল নিয়ে সরকার বিরোধিতায় নবীন পট্টনায়েক, জগন্মোহন রেড্ডি, চন্দ্রশেখর রাওদেরও সামিল করানোর চেষ্টা হচ্ছে।

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

বিজেপির প্রধানকে ঘিরে

তুমুল নাটক নদিয়ায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য। সেই মিছিল থেকেই আচমকাই উধাও তিনি! এই ঘটনার পরেই শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রধানকে 'অপহরণের' অভিযোগ তুলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিজেপির কর্মীরা। ঠিক সেই সময়েই প্রকাশ্যে এল একটি ভিডিয়ো (সেটির সত্যতা আনন্দবাজার অনলাইন যাচাই করেনি)।পরে গৌতম দাবি করেন, মিছিল থেকে তাঁকে টেনেহেঁচড়ে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি তা জানেন না। গৌতমের কথায়, "আমি বিজেপি থেকে প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পরেই কয়েক জন আমাকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলে। তার পরে আমি কিছু জানি না। আমি বাড়ি যেতে চাই।"

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন দাবি করেন, "গৌতম সরকারকে অপহরণ করে ভয় দেখিয়ে দলবদল করতে বাধ্য করা হয়েছে। অবিলম্বে তাঁকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।" পাল্টা রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, "কেউ স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিতে চাইলে অবশ্যই তাঁকে স্বাগত জানাবে দল। এ ক্ষেত্রে বিজেপির বাড়তি নাটকের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।"তাতে দেখা গেল, 'অপহৃত' সেই প্রধান হাজির হয়েছেন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে। পরনের সাদা পাঞ্জাবিতে গেরুয়া রং তখনও মুছে যায়নি। মুখে লেগে থাকা গেরুয়া আবির কোনও রকম জলে ধুয়ে সবুজে আবিরে রাঙা হয়ে যোগ দিলেন শাসক শিবিরে। প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে 'দলবদলে' তত ক্ষণে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলায়। পরে সন্ধ্যায় সেই পঞ্চায়েত প্রধান উদ্ধার হলেন অসুস্থ অবস্থায়! বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিনে এমনই নাটকীয়তার সাক্ষী থাকল নদিয়ার কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের ধুবুলিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।ধুবুলিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২১। সেখানে ১১টি আসনে জেতে বিজেপি। তৃণমূল যেতে আটটি আসনে। দু'টি আসনের জয় পায় সিপিএম। বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই উত্তেজনা ছিল পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বর জুড়ে। বোর্ড গঠনে সিপিএমের দুই সদস্য অংশগ্রহণ না করায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। অর্থাত, প্রধান পদে নির্বাচিত হতে দরকার ১০টি ভোট। বিজেপির দাবি, ভোটাভুটিতে প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির গৌতম সরকার। এর পর পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিছিলে হাঁটছিলেন তিনি। সেই তাঁকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। অবিলম্বে গৌতমকে মুক্তির দাবিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কার্যালয়ে গৌতমকে শাসকদলে যোগদান করানো হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে আসে একটি ভিডিয়োও। তাতে দেখা যায়, গৌতম তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনার কিছু পরেই সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হন সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান। বর্তমানে তিনি শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েতের গঠনে

তৃণমূলের থেকে এগিয়ে থাকলেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টিতে শুক্রবার বোর্ড গঠন করল বিজেপি (পড়ুন শুভেন্দু অধিকারী)। বাকি ৬টিতে বোর্ড গড়েছে তৃণমূল। এদিন নন্দীগ্রাম এক ব্লকের ভেকুটিয়া, নন্দীগ্রাম, হরিপুর, গোকুলনগর, কালীচরণপুর, সোনাচুড়া এবং নন্দীগ্রাম দুই

এরপর ৩ পাতায়

অ্যালুমিনিয়াম রেল ওয়াগন এবং কোচ তৈরির জন্য হিন্ডালকো,

টেক্সম্যাকো একটি কৌশলগত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে

- লক্ষ্য ভারতে একটি বিশ্বমানের উতপাদন সুবিধা তৈরি করা
- অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার গতি এবং পেলোড বাড়ায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করে
- রেলওয়ের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া নেট-জিরো-র উদ্দেশ্যে

১০ ই জুলাই ২০২৩, মুম্বাই / কলকাতা: নিউজ সারাদিন : হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বিশ্বের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম রোলিং এবং রিসাইক্লিং কোম্পানি, এবং টেক্সম্যাকো রেল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. একটি বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা বিশ্ব-মানের অ্যালুমিনিয়াম রেল ওয়াগন এবং কোচ তৈরি করার জন্য এক কৌশলগত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে যা ভারতীয় রেলকে তার নির্গমন লক্ষ্য অর্জনে এবং পরিচালন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। মালবাহী বাজারের ৪৫% শেয়ার অর্জনের লক্ষ্যের সঙ্গে ভারতীয় রেলওয়ে রোলিং স্টক বৃদ্ধির মাধ্যমে মালবাহী ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ২০২৭ সালের মধ্যে ৩,০০০ মিলিয়ন টন করার লক্ষ্য নিয়ে "মিশন ৩০০০ এমটি" চালু করেছে। এই গৌরবময় লক্ষ্য পূরণের জন্য, রেলওয়ে সক্রিয়ভাবে ওয়াগনের নকশা উন্নত করতে চাইছে, এবং রেলের সম্পদের সামগ্রিক ক্ষমতা এবং জীবন বৃদ্ধির জন্য ওয়াগন নির্মাতাদের কাছে তাদের নিজস্ব ডিজাইনে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। রেলওয়েতে এই উন্নয়নগুলি উপলব্ধি করে, হিন্ডালকো এবং টেক্সম্যাকো হাত মিলিয়েছে সুযোগগুলিকে অন্বেষণ করার জন্য, যেখানে হিন্ডালকো নির্মান এবং ওয়েল্ডিং দক্ষতার সঙ্গে তার অনন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির নকশা, শীট এবং প্লেট সরবরাহ করবে। গত বছর লঞ্চ করা কোম্পানীর ইন-হাউস অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেট রেক ১৮০ টন হাল্কা এবং টারে ওজন অনুপাত অনুসারে ১৯% -এর বেশি পে-লোড প্রদান করে, অপেক্ষাকৃত নুন্যতম ক্ষয়ের সঙ্গে কম শক্তি খরচ করে। টেক্সম্যাকো, ৮০ বছর ধরে মালবাহী গাড়ি তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ায়, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা দেবে এবং ডিজাইন, কারখানা স্থাপন, উতপাদন প্রক্রিয়া এবং দক্ষ শ্রমিক প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে।

অংশীদারিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সতীশ পাই বলেছেন, "ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম রেক চালু করার সঙ্গে, আমরা উচ্চতর পেলোড এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাসের সুবিধাগুলির গুরুত্ব প্রদর্শন করেছি যা অ্যালুমিনিয়াম রেকগুলি প্রদান করবে । এই অংশীদারিত্ব মালবাহী শিল্পের সঙ্গে যাত্রীর গতিশীলতার জন্য মূল্য প্রস্তাব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে, যা রেলওয়েকে তার নেট জিরো লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।"

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের উপ সভাপতি শ্রী ইন্দ্রিজিত মুখার্জি বলেছেন, " এই মূল্যবান অংশীদারিত্ব উদ্ভাবনী এবং স্থিতিশীল পণ্য তৈরিতে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হবে যাতে শিল্পের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম করতে এবং ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব তৈরি করার দিকে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে"। এই গুরুত্বপূর্ণ লাভের ফলে হিন্ডাল্কো এবং টেক্সম্যাকো-কে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নের পূরণে এবং রেলওয়েকে সাহায্য করতে পুরো দমে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে, যা অত্যাধুনিক কোচ এবং মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের দ্রুত সম্প্রসারএর পাশাপাশি আধুনিক সুবিধা যুক্ত ঝা চকচকে নতুন স্টেশনের নির্মাণের মতো মৌলিক পরিকাঠামো উভয় ক্ষেত্রই উন্নয়নের প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সুদীপ্ত মুখার্জি আরও বলেন, "এই অংশীদারিত্ব কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট সহ দক্ষ রোলিং স্টক প্রবর্তনে ভারতীয় রেলওয়েকে সহায়তা করার জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা রাখে।"

একটি দেশীয় নির্মাণ ব্যবস্থা যা উচ্চ মানের অ্যালুমিনিয়াম ওয়াগন, কোচ, বড় কন্টেইনার এবং উপাদানগুলি তৈরি করতে পারে যা কেন্দ্রীয় সরকারের ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের দ্রুত বিকাশে সহায়তা করবে এর লক্ষ্য হল দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং মালবাহী শুল্ক কম করা।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

'ভারতীয় রাজনীতির খুব বাজে একটা দিন',

অধীরের পাশে তৃণমূল!

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করায় কোপে পড়তে হল কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরীকে? প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ শেষ হওয়ার পর অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অভিযোগ পাঠানো হয়েছে কমিটিতে।প্রহ্লাদ যোশী অভিযোগ করেন, বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও অধীর চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলেন। এমনকি দেশের ভাবমূর্তির প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেও অধীর ক্ষমা চান না বলে অভিযোগ করেন প্রহ্লাদ। স্বাধীকার কমিটির রিপোর্ট আশা পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে অধীর চৌধুরীকে। তারপরেই কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব ইন্ডিয়া জোট। তাতপর্যভাবে অধীরের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। অধীরের সাসপেন্ড সমালোচনা করে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকলেও তিনি লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা। তাঁকে এভাবে সাসপেন্ড করা ঠিক নয়।কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক ভাবে কিছু জায়গায় বিরোধ থাকতে পারে তবে তিনি লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা। তিনি আজ দেশের সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সেই জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অবশ্য সাসপেন্ড করার পিছনে অন্য কারণ দেখানো হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, " ভারতীয় রাজনীতির খুব বাজে একটা দিন। একটা কথা স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেই বলুন তাঁকে সবরকম চেষ্টা করা হবে আটকানোর জন্য।" অধীরের পাশে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বলেন, " আমি স্পিকারের সম্পর্কে কিছু বলছি না। বিজেপি তো প্রস্তাবনা এনেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এটা করা উচিত হয়নি। এটা তো কাল সকালেও করা যেত।"অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করার জন্য প্রস্তাব জমা দেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। ধ্বনি ভোটে সেই প্রস্তাব পাস হয়। এর ফলে সাসপেন্ড হন অধীর। লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড থাকবেন তিনি। অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংসদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো এবং দেশের ভাবমূর্তিকে অপমান করার অভিযোগ আনেন প্রহ্লাদ যোশী।

রাজ্যপাল এবার স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দিলেন,

ফের রাজ্য-রাজভবন সংঘাত চরমে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত ফের চরমে উঠল। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুহৃতা পালকে এবার সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।রাজ্যপালের ভূমিকায় যে সন্তুষ্ট নন, তা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কাজ করব। আর উনি (রাজ্যপাল) সবকিছু আটকে দেবেন। এটা বরদাস্ত করব না। যদি আপনার সতসাহস থাকে, তবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিলে সই করুন। তা না করে আপনি ছাত্রছাত্রীদের রাজভবনে ডেকে বলবেন, দাঙ্গা কাকে বলে, দুর্নীতি কাকে বলে। এটা রাজ্যপালের কাজ?'সম্প্রতি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল।যা নিয়ে শিক্ষা দফতরের সঙ্গে রাজভবনের ঝামেলা চরমে ওঠে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেছিলেন, শিক্ষা দফতরকে না জানিয়েই উপাচার্য নিয়োগের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজভবনও 'বেআইনি নিয়োগ' নিয়ে সরব হয়েছিল।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে 'তিক্ততা' চলছে, এই আবহেই স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দিল রাজভবন। অভিযোগ, সুহৃতা পালকে নিয়ম মেনে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি। এই অভিযোগ সামনে আসার পরই সুহৃতাকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেন আনন্দ বোস।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এই নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে রাজভবনের বিরোধ সামনে আসে। এই নিয়োগে উচ্চশিক্ষা দফতরের সম্মতি নেই বলে জানিয়েছিলেন ব্রাত্য বসু। শুধু তাই নয়, রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠকও ভালভাবে নেয়নি শিক্ষা দফতর।

১-ম পাতার পর

আডবাণীর দাবি নাকচ মোদীর, ভোট কমিশনের মাথায় কোনও 'রাজীব সিনহা' বসবেন কিনা উদ্বেগ!

যাতে লোকসভায় না হোক রাজ্যসভায় বিলটি আটকে দেওয়া যায়।বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার দাবি ছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ে যে কমিটি তৈরি হবে তাতে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে রাখা হোক। তাতে কমিশনের নিরপক্ষেতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চও সেই মর্মেই রায় দিয়েছিল। কিন্তু এখন মোদী সরকার চাইছেই রায়কে খারিজ করে এমন ব্যবস্থা করতে যাতে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সরকারের মতই প্রাধান্য পায়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে খারিজ করতে সরকার যে বিল সংসদে পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, সিলেকশন কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত দ্বিতীয় কোনও মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা। অর্থাত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ওই তিন জনের কমিটিতে রাখা হবে না। পরিবর্তে সরকারেরই এক জন মন্ত্রী থাকবেন। যার স্পষ্ট অর্থ হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ে কেন্দ্রের সরকারের অধিকার নিরঙ্কুশ থাকবে। বিরোধী দলনেতা বড়জোর ডিসেন্ট নোট দিতে পারবেন, তার অতিরিক্ত ক্ষমতা তাঁর থাকবে না।

কেন্দ্রে মোদী সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল। লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, 'সরকার যা করতে চলেছে তাতে নির্বাচন কমিশনের মাথায় আরও একটা রাজীব সিনহা বসতেই পারেন। যিনি রাজনৈতিক প্রভুর কথা শুনে চলবেন। ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতার আর কোনও গ্যারান্টি রইল না'।

বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্য সচিব রাজীব সিনহাকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে রাজীব সিনহার ভূমিকা, তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন বারবার প্রশ্ন উঠেছে। বাম, কংগ্রেস, বিজেপি সমষ্টিগত ভাবে অভিযোগ করেছেন যে রাজীব সিনহা শাসক দলের কথা শুনে কাজ করছেন। তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও কলকাতা হাইকোর্টও।

অধীর চৌধুরী এদিন বোঝাতে চান, মোদী সরকার যা ব্যবস্থা করছে তাতে আগামী দিনে রাজীব সিনহার মতো কেউ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে এসে বসবেন। এর পর কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ থাকবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মতই প্রাধান্য পায়। সংবিধানে সেই নিয়মই লেখা রয়েছে। সেই সুযোগ নিয়েই রাজ্য সরকার তিন জন অফিসারের নাম রাজভবনে পাঠালেও প্রথম পছন্দ হিসাবে রাজীবের নাম রেখেছিল। তাতেই সম্মতি দিতে হয়েছিল রাজ্যপালকে।

কিন্তু দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিষয়টি সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত বলেই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে এম জোসেফের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। ২০১২ সালে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে লালকৃষ্ণ আডবাণীও বলেছিলেন যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে কাউকে নিয়োগ করতে গেলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হোক। অর্থাত তাতে সরকারের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যেন না থাকে। তা নিশ্চিত করতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য গঠিত তিন সদস্যের কমিটির অন্যতম সদস্য করা হোক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। এদিন কংগ্রেস আডবাণীর ওই চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে মোদী সরকারকে।

অধীর চৌধুরী ব্লু-আইড, ভাসিয়ে রাখতে চাইছেন',

সাসপেনশন নিয়ে খোঁচা কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদের বাদল অধিবেশনে কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা আসলে তাঁকে ভাসিয়ে রাখতে চাওয়া। বিজেপির বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ইন্ডিয়া-কে ভয় পাচ্ছেন মোদি, বাংলাকে ভয় পাচ্ছেন।এবার প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'নকল কুস্তি চলছে। যে মারছে, সেও জানে যে লাগবে না, যে মার খাচ্ছে, সেও জানে। আসলে তৃণমূল বিরোধীদের মূল শক্তি। সেখানে অধীরকে ভাসিয়ে রাখতে চাইছেন। ইন্ডিয়া জোট কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে চলে না। জোট সকলকে নিয়ে চলে। আর কংগ্রেস এখানে সিপিএম, বিজেপিকে নিয়ে চলে। অবস্থান বদলানো উচিত। এভাবে দিল্লিতে একরকম অবস্থান, এখানে আলাদা - সেটা হওয়া উচিত না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চয়ই বোঝাবে।' ওয়াকিবহাল মহলের মত, সংসদে মোদির ওই বক্তব্য আসলে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে বিভাজনে উসকানি। আর তার জবাবে বিজেপি-কংগ্রেস সখ্য নিয়ে খোঁচা দিল তৃণমূল।এর মধ্যে অধীররঞ্জন চৌধুরী ওঁর ব্লু-আইড বয়। তাঁকে ভাসিয়ে রাখতে চাইছেন। কখনও অপমান করছেন। শূন্য পাওয়া দলের সভাপতিকে প্রচারে রাখার চেষ্টা করছেন। এটা মোদির কৌশল, বিজেপির কৌশল।'

বৃহস্পতিবার সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি 'অধীরবাবু' সম্বোধন করে একাধিক মন্তব্য করেন। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেও অধীর চৌধুরীর প্রতি তাতপর্যপূর্ণভাবে নরম মনোভাব দেখান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কলকাতার ফোন পেয়ে অধীর চৌধুরীকে কোণঠাসা করছে কংগ্রেস। অর্থাত তাঁর নিশানায় তৃণমূল এবং ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস-তৃণমূলের সখ্য। মোদির মতে, বঙ্গে তৃণমূলের তীব্র বিরোধিতা করা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদের ক্ষেত্রে সমীকরণ ভিন্ন। আর তাই 'অধীরবাবু'র সঙ্গে এমন আচরণ কংগ্রেসের।

১-ম পাতার পর

দেশদ্রোহিতা আইনও প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্র, ঘোষণা শাহের

সুরক্ষিত করা হল। নতুন আইনগুলির লক্ষ্য হবে বিচার পাইয়ে দেওয়া, শাস্তি দেওয়া নয়।এমন ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে যাতে অপরাধ বন্ধ হয়।' তবে নতুন আইনগুলিতেও আইপিসি, সিআরপিসি-র মতো মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকছেই।আইপিসি, সিআরপিসি-র নতুন নাম কী? প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, ১৮৬০ সালের আইপিসি-র নতুন নাম হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সিআরপিসি-র নাম বদলে হচ্ছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা।ইন্ডিয়ান এভিডন্স অ্যাক্টের নাম বদল করে হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষ্য। সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে প্রস্তাবিত তিনটি আইনই রদবদল সহ পর্যালোচনার জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।

দেশদ্রোহিতা আইন প্রত্যাহার এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত দেশদ্রোহিতা আইন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে এমন কোনও অপরাধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ, সশস্ত্র কোনও বিপ্লব বা বিক্ষোভ, বিভাজনের চেষ্টার মতো অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন তিনটি আইনেই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেশদ্রোহিতা আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। নতুন আইনে দেশদ্রোহিতা শব্দটিও রাখা হয়নি।

অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, গণপিটুনির ঘটনাতেও নতুন আইনে মৃত্যুদণ্ডকে শাস্তি হিসেবে রাখা হয়েছে নতুন আইনে। তাছাড়াও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড, নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে।

নতুন দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমারোহে

বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

কলকাতা, ১১ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমারোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মালদার বামনগোলার শ্রী খগেন বর্মন। তিনি কৃষক উৎপাদক সংস্থা (নেস্থাম রুরাল অ্যান্ড আর্বান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী। মোট ১,৮০০ আমন্ত্রিতের মধ্যে এই প্রকল্পের ২৫০ জন সুবিধাভোগী তাঁদের স্বামী / পত্নী সহ লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। সরকারের ঘোষিত জনভাগীদারী ভাবাদর্শের কথা মাথায় রেখে দেশজুড়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই উৎসব উদযাপনে অংশীদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'কে মালদার বামনগোলার শ্রী বর্মন জানান, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমারোহে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অতিশয় আনন্দিত এবং জাতীয় রাজধানীতে যাওয়ার জন্য তিনি উৎসাহভরে তাকিয়ে রয়েছেন। নতুন দিল্লি সফরে আমন্ত্রিত অতিথিরা জাতীয় যুদ্ধ স্মারক এবং প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন। জীবনধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারের যাবতীয় প্রকল্প ও যোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারের এই প্রকল্প কেবল যে তাঁর ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতেই সাহায্য করছে তাই নয়, ফসলের গুণগত মানেরও উন্নতিসাধন ঘটিয়েছে।

অন্য এক সুবিধাভোগী মালদার ভুতনি মানিকচক ফার্মার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের শ্রী অপু চন্দ্র মণ্ডল সরকারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এই প্রকল্প কৃষকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী। এটি কেবল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়কই নয়, ফসলের বৈচির্ত্যসাধনও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ে তোলার পেছনে মূল ধারণা হল কৃষকরা, যাঁরা কৃষিপণ্য উৎপাদন করেন, তাঁদেরকে নিয়ে গোষ্ঠী গড়ে তোলা। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে কৃষি মন্ত্রকের অধীন কৃষি ও সমবায় দপ্তরের তরফ থেকে স্মল ফার্মার্স এগ্রি-বিজনেস কনসর্টিয়ামকে কৃষক উৎপাদক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে।

সদস্য ও কৃষকদের জন্য কৃষক উৎপাদক সংগঠন একটি সমষ্টিকারী হিসেবে কাজ করে যার মাধ্যমে বীজ বপন থেকে শস্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। এতে অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি সদস্য কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার অধিকারও সুনিশ্চিত হয়।

অভিজ্ঞতা শেয়ার করে গায়ে কাঁটা দেওয়া পোস্ট ছাত্রের

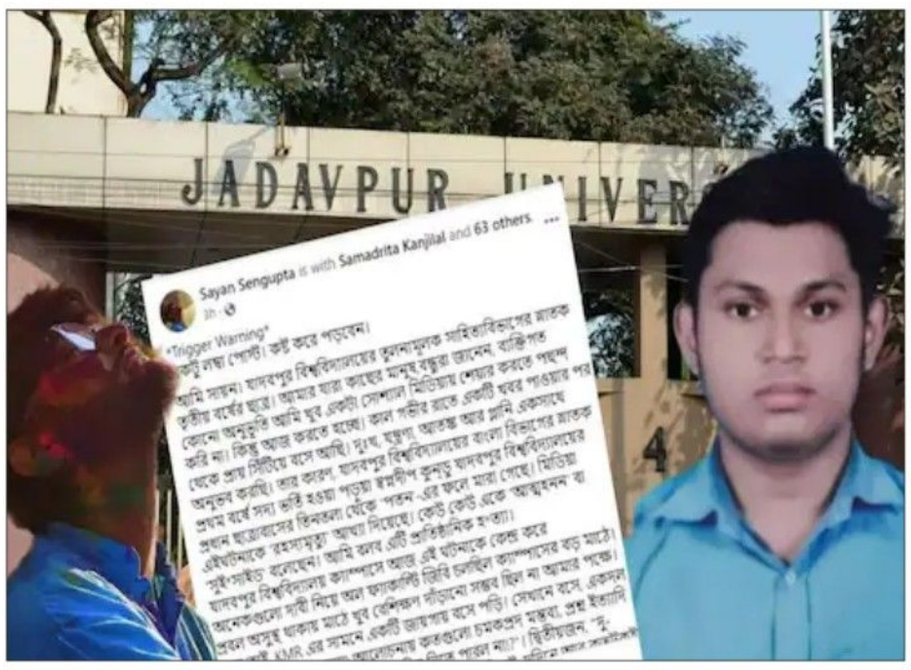

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিনতলার বারান্দা থেকে পড়ে ছাত্র মৃত্যু ঘিরে উঠেছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। আর এই অভিযোগ আরও স্পষ্ট হচ্ছে একের পর এক ছাত্রের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। এমনই একটি ফেসবুক পোস্ট নতুন করে উসকে দিচ্ছে স্বপ্নদ্বীপ কুন্ডুর মৃত্যুর পিছনের অন্যতম কারণ হিসেবে র‍্যাগিংয়ের আশঙ্কাকে। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে প্রাণ হারান প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডু। তাঁর এমন 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। তিনি বারান্দা থেকে নিজেই ঝাপ দিয়েছিলেন স্বপ্নদ্বীপ নাকি এর পিছনে অন্য কারও হাত রয়েছে তা এখনও নিশ্চিত নয়। চলতি বছরেই কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন নদিয়া জেলার হাঁসখালির বগুলা এলাকার বাসিন্দা স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডু। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে কৃতি ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা শহরকে। তুলনামূলক সাহিত্যের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সায়ন সেনগুপ্ত কার্যত সেই দিকেই আঙুল তুলেছেন তাঁর ফেসবুক পোস্টে।

সায়ন লিখেছেন, ঠিক কী কী কথোপকথন শুনেছেন নামী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে। ঠিক কেমন সম্বোধন পেয়েছেন 'সিনিয়র'দের কাছে? তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন সায়ন। আর তাঁর এই ফেসবুক পোস্ট নতুন করে বাড়িয়েছে জল্পনা, তবে কী একই রকম কোনও ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল হাঁসখালির পড়ুয়া স্বপ্নদ্বীপকেও? এদিকে, অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপের দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। প্রাথমিক এই রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে স্বপ্নদ্বীপের। ময়নাতদন্তের এই রিপোর্টে আরও জানা যাচ্ছে, মদ্যপানের কোনও প্রমাণ তাঁর শরীরে মেলেনি। মাথার বাঁ দিকের হাড়ে চিড় ছিল স্বপ্নদ্বীপের শরীরে। বাঁ দিকের পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায় ভেঙে গিয়েছিল কোমর। সেই কারণেই অভ্যন্তরীণ আঘাত গুরুতর হয়ে উঠেছিল বলে প্রাথমিক ময়না তদন্তের রিপোর্টে দাবি করা হয় আজ।

২ পাতার পর

নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েতের গঠনে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে থাকলেন শুভেন্দু

ব্লকের বয়াল ১, ২, খোদামবাড়ি-২, বিরুলিয়া এবং আমদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছে গেরুয়া শিবির।কিছুক্ষেত্রে বিরোধী দলের জয়ী সদস্যদের আদালতের দ্বারস্থ হতে দেখা গিয়েছিল। এক্ষেত্রে নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির জয়ী ৪৭ জন প্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতারের চেষ্টার অভিযোগ এনেছিলেন। ওই মামলায় সাময়িক রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। তা না হলে বোর্ড গঠন সম্ভব হত না বলেই জানিয়েছেন নন্দীগ্রামের স্থানীয় বিজেপি নেতারা।নন্দীগ্রামে বোর্ড গঠনের পর সদস্যদের টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী।নন্দীগ্রামের যে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত হল, তার তালিকা এদিন টুইটে তুলে ধরেছেন বিরোধী দলনেতা।পঞ্চায়েত ভোটে নন্দীগ্রামের ফলাফলে অবশ্য বিজেপি এভাবে এগিয়ে ছিল না। ৯টিতে জিতেছিল বিজেপি। তৃণমূল জিতেছিল ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ত্রিশঙ্কু হয়েছিল। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময়ে দলবদলের ফলেই পাল্লা ভারী হয়েছে বিজেপির। যার নেপথ্যে শুভেন্দু অধিকারী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে আন্দোলনের সময় থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের এই জনপদের নামটির সঙ্গে শুভেন্দুর নাম এক প্রকার সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে এবার শুভেন্দুর সামনেও চ্যালেঞ্জ ছিল যে নন্দীগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত তিনি ধরে রাখতে পারবেন কিনা। তবে তৃণমূলের বক্তব্য, গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও নন্দীগ্রামের দুটি ব্লক মিলিয়ে জেলা পরিষদের আসনগুলিতে সাড়ে ১০ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। যা শুভেন্দুরই পরাজয় বলে দাবি কুণাল ঘোষের।

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে লাগামছাড়া হিংসা দেখেছে বাংলা। এমনকী বিরোধী দলের টিকিটে জিতেও বোর্ড গঠনের অনেক আগেই দলবদলের একাধিক নজির সামনে এসেছে। সিপিএম, কোথাও বিজেপি বা কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। উল্টো ছবিও সামনে এসেছে। মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলা যেখানে বিরোধীরা শক্তিশালী সেখানে বোর্ড গঠনের আগে দলের প্রার্থীদের আত্মগোপন করে রাখার কৌশল নিতে দেখা গিয়েছে শাসকদল তৃণমূলকেও।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২২ সংখ্যা ১২ আগস্ট, ২০২৩ শনিবার ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

প্রাথমিকে আবেদন করতে পারবেন না বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা, রায় শীর্ষ আদালতের

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ডিএড বা ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই অংশ নিতে পারবেন, বিএডরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা নন। শুক্রবার রায় ঘোষণা করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ খারিজ করে শুক্রবার শীর্ষ আদালত এই রায় দেয়। শীর্ষ আদালত শুক্রবার জানিয়েছে, গোটা দেশ জুড়ে এই নীতি কার্যকর করতে হবে।প্রসঙ্গত ডিএলএড চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে একাধিক রাজ্যে মামলা দায়ের হয়। রাজস্থান হাইকোর্টও ডিএলএড প্রার্থীদের দিকেই রায়দান করে। এবার বাংলার ক্ষেত্রেও সেই নির্দেশ কার্যকরী হবে। তবে শিক্ষাবিদদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রভাব পড়বে এ রাজ্যের প্রাথমিকের চলতি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার বিএড ডিগ্রী রয়েছে এমন প্রার্থীরা আবেদন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য সরকারগুলিকে প্রাথমিকে নিয়োগের নতুন নীতি এবং পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।অবশেষে শীর্ষ আদালতে জয় হল ডিএলএড ডিগ্রিধারীদের। প্রাথমিকে শিক্ষক হতে পারবেন ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই, এই রায় দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, বিএড-দের প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে না। এর আগে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল, বি.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু এই হাই কোর্টের এই রায় শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এখন থেকে বি.এড প্রশিক্ষিতরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। আর ডি.এল.এড ও ডি.এড প্রশিক্ষিতদের প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ করা উচিত বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতিদের।তথ্যানুযায়ী, বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বি.এড ডিগ্রি শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। এনসিটিই-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, শুধু বি.এড-রা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাথমিকেও সুযোগ পেতেন। কিন্তু ডি.এল.এডদের সেই সুযোগ ছিল না। তাঁরা শুধু প্রাথমিকেই বসার সুযোগ পেতেন। এনসিটিই-র ওই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে দেশজুড়ে মামলা করেন ডিএলএডরা।সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ডি.এড বা ডি.এল.এড ডিগ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য নির্দিষ্ট। আর উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বি.এড বাধ্যতামূলক। তাই চাকরিতে সুযোগের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পরিসর থাকা প্রয়োজন। কারণ, বি.এড-দের প্রাথমিকের চাকরিতে সুযোগ দেওয়া হলে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডিএলএডদের।

ঈশ্বর-আল্লা সবাই এক', ভক্তিভরে মানত করে তারকেশ্বরে জল ঢাললেন সারফুল আলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথিত আছে এই শ্রাবণের পুণ্যতিথিতে শিবের মাথায় জল ঢাললে নাকি সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আর তাই তো এই পূণ্যতিথিতে মহাদেবের দর্শনের অভিপ্রায়ে তারকেশ্বরে গেলেন লাখ লাখ ভক্ত। বাংলার সব থেকে বিখ্যাত শৈবতীর্থ হল এই মন্দির। মহাদেবের জন্মমাস বলে খ্যাত শ্রাবণে তাই সব ভক্ত ভিড় জমায় এই মন্দিরে।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও মিলেমিশেই থাকেন তারা। তাদের মধ্যে নেই কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ। সারফুল-রাজু-অক্ষয়দের মতে, সনাতন ধর্ম তো শান্তিরই কথা বলে, হিংসার কথা বলে না। তাছাড়া সনাতন ধর্মমতে দেবাদিদেব মহাদেব তো সকলেরই। তার আরাধনা করার জন্য কোন আলাদা ধর্মের অনুসারী হতে হয়না। মন থেকে ডাকলেই ভক্তের ডাকে সাড়া দেন আদিদেব।এই মাসে পূন্যার্থীরা গঙ্গার ঘাট থেকে জল নিয়ে বাঁকে করে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর যাত্রা করেন। যদিও সারাবছরই ভক্তদের ভিড় থাকে এখানে তবে শ্রাবণে মানুষের সমাগম একটু বেশি। ষন্ডেশ্বর তলা ঘাটে স্নান করে কপালে তিলক কেটে পিতলের কলসিতে জল ভরে শুরু হয় পদযাত্রা। পথের কষ্ট লাঘব করতে চলে শিবের নামের জপ।

এরকমই পূণ্যার্থীদের সাথে পা মেলালেন সারফুল আলি। শিবের কাছে মানসিক ছিল তাই শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে চলেছেন তিনি। এই বিরল ঘটনা দেখে অবাক হয়েছেন অনেকেই। মুসলিম ধর্মাবলম্বী সারফুল কী কারণে শিবের চরণে আশ্রয় নিলেন? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সারফুল বলেন, 'ইশ্বর আল্লা সবই এক। মানুষ তাতে বিভেদ দেখে।'

গত মঙ্গলবার রাতে চুঁচুড়া এম জি রোড জেলেপাড়া থেকে কয়েকজন বন্ধু মিলে তারকেশ্বর জল ঢালতে রওনা দিয়েছেন সারফুল। চুঁচুড়া ষন্ডেশ্বর তলা ঘাট থেকে কলসি করে জল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন রাজু, অক্ষয় ,সুরাজ প্রসেনজিত, বাসুদেব, উদয়, শেখ সারফুল আলীরা। তাদের কেউ রাজমিস্ত্রি তো কেউ আবার মাছ বিক্রেতা। কেউ কেউ আবার করেন সেলসম্যানের কাজ।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

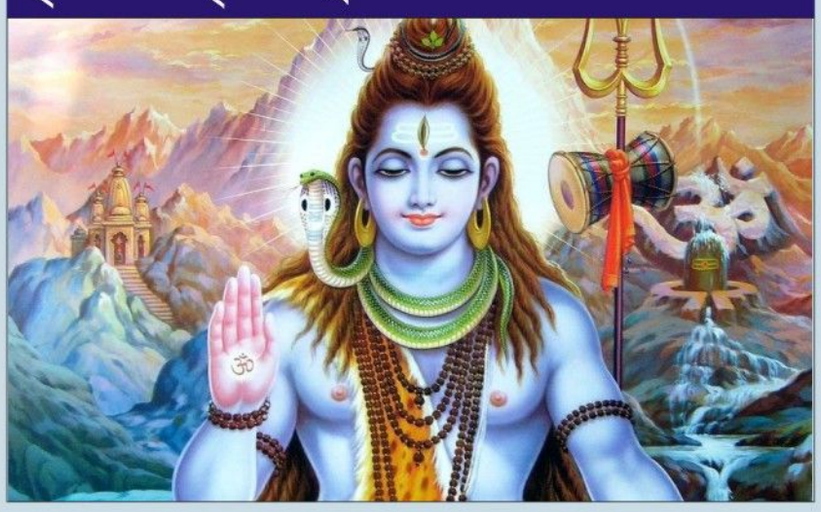

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ধর্মে আসলে কোনও Creed বা ধর্মবীজ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নানা ধর্ম নানা ভাষার মত আলাদা। কিন্তু আসলে এক। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সেই ৪৭' সাল থেকেই হচ্ছে। অনেকে বলেন, গান্ধীজীই প্রথম ধর্মকে ভারতের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এটি নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। আপাতত বিতর্ক থাক, একটাই প্রত্যাশা, আমরা দেখা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে রক্ষা করতে সচেতনতার শক্তি ও ঈশ্বরী আরাধনা আর সংঘটিত হয় একমাত্র পদক্ষেপ। তবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যই আমাদের প্রয়োজন বুদ্ধি। আর বুদ্ধি বেঁচে থাকার জন্য একটা যন্ত্র মাত্র, আপনার জীবনের সীমিত একটা দিক। বেঁচে থাকাটা আবশ্যিক কিন্তু পরিপূর্ণ নয়। যদি আপনি জীবনের গভীরতর মাত্রাগুলোর মধ্যে যেতে চান, প্রথমেই আপনার দরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। বর্তমানে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে- দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধের দ্বারা। এগুলো দিয়ে, আপনি যা ভৌতিক তার বাইরে কোন কিছুই জানতে পারবেন না। আপনি মহা সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারেন না একটা ফুট স্কেলের সাহায্যে। আর এখন ঠিক সেটাই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে। তারা জীবনের গভীরতর মাত্রাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে না নিয়েই। তাই তারা ভুল সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দিচ্ছেন।

মানুষ সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে খুবই উৎসুক, কারণ একটা অভিমত ছাড়া তাদের নিজের বলতে আর কিছুই তো নেই। আপনি যাকে "আমি" বলেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব হল জীবন সম্পর্কে উপনীত আপনার একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত মাত্র। কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে থাকুন না কেন, আপনার ভুল হতে বাধ্য - কারণ জীবন আপনার কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গেই খাপ খায় না।

খুব সহজভাবে এটা দেখতে গেলে, কেবল একজন মানুষের দৃষ্টান্ত নিন। হয়তো কুড়ি বছর আগে আপনার সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল এবং তখন সে যা করছিল, আপনার তা পছন্দ হয়নি। আপনি সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন যে সে ভালো মানুষ নয়। এখন ধরুন আপনার সাথে কুড়ি বছর পরে এই ব্যক্তির দেখা হল, সে হয়তো সব থেকে সুন্দর মানুষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনার মন আপনাকে এই মানুষটি এখন যেরকম ঠিক সেরকম ভাবেই তাকে উপলব্ধি করতে দেবে না। যে মুহূর্তে আপনি কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আপনি আপনার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছেন; আপনি জীবনের সম্ভাবনা গুলোকে রুদ্ধ এবং বিনাশ করেছেন।

একটা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার অর্থ অন্য একগুচ্ছ সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। যখন আপনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখার সাহস রাখেন, প্রতিনিয়ত চোখ মেলে দেখতে ইচ্ছুক থাকেন, নিজের অস্তিত্বকে এই মহাজগতের এক ক্ষুদ্র কণা রূপে স্বীকার করতে ইচ্ছুক হন, তাহলেই আপনি অস্তিত্বের অসীমতা জানতে পারবেন।সেই সেই লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিকরা ঈশ্বর কি তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিল ঈশ্বরিকণা রূপে। সেই ইতিহাস এই লেখার মধ্যে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে চাইছি।সার্ন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে তারা পরম আরাধ্য ঈশ্বর কণার অস্তিত্ব শনাক্ত করতে পেরেছেন। এই সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন দ্বার খুলে যায়। পুরো পৃথিবীজুড়ে খবরের শিরোনাম হয় এই ঘোষণাটি। বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের সমস্ত অজানা রহস্যের জট একে একে খুলে যাবে এই ঈশ্বর কণার ছোঁয়ায়! আসলেই কি তা সম্ভব? এই কণা কি প্রমান করতে পারবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব? নাকি ঈশ্বরতত্ত্বের বিপক্ষে বিজ্ঞানের নতুন যুক্তি হবে এটি? এইসব প্রশ্নের উত্তর, ঈশ্বর কণার ইতিহাস, আবিস্কার, কেন এই অদ্ভুত নামকরণ, কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এই মহামুল্য আবিস্কার- এসব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই লেখায়।

আলোচনার প্রথমেই যে বিষয়টির উপর পরিষ্কার ধারণা থাকে উচিত তা হচ্ছে ঈশ্বর কণা কি। মৌলিক কণাগুলোর ১টি শ্রেণী হচ্ছে "বোসন কণা", যার নামকরণ করা হয় অমিত প্রতিভাবান বাঙ্গালি পদার্থবিজ্ঞানি সত্যেন বসুর নামে। প্রথম দিকে ৪টি বোসন কনাকে মৌলিক কণাসমুহের গাণিতিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদেরকে একত্রে গজ-বোসন কণা বলা হত। পরবর্তীতে, ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ পিটার হিগস আর ৫ জন বিজ্ঞানীর সাহায্যে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রে নতুন ১টি বোসন কণা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যাকে হিগস-বোসন কণা নামে গাণিতিক মডেলে স্থান দেয়া হয়। এই হিগস-বোসন কণাই হচ্ছে ঈশ্বর কণা, যার নামকরণ করেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান। অর্থাৎ ঈশ্বর কণা বা দি গড পার্টিকল হচ্ছে হিগস-বোসন কণার প্রচলিত ডাকনাম।

হিগস-বোসন কণার এই অদ্ভুত নামকরণ পরবর্তী সময়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনেকেই একে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই নামকরণের আসল কারণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একইসাথে অদ্ভুত ও মজার। হিগস-বোসন কণার তত্ব বের হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা প্রাণান্ত চেস্টা শুরু করলেন এর অস্তিত্ব বের করার। কিন্তু সোনার হরিণের দেখা তো আর মিলে না! ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞানীরা এই কণাকে "গডড্যাম পার্টিকল" (ইসসর-নিকুচি কণা)নামে ডাকা শুরু করলেন। সেই সময় বিজ্ঞানী লেডারম্যান এই কণার উপর একটি বই লিখলেন এবং তার নাম দিতে চাইলেন "দি গডড্যাম পার্টিকলঃ ইফ ইউনিভার্স ইজ দি আনসার, হোয়াট ইজ দি কোয়েশ্চেন?" অর্থাৎ, " ঈশ্বর-নিকুচি কণাঃ যদি মহাবিশ্ব এর উত্তর হয়, প্রশ্নটা কি?" কিন্তু বইটির সম্পাদক এবং প্রকাশক এতে "গডড্যাম" শব্দটি ব্যবহার করতে চাইলেন না, তার পরিবর্তে শুধু "গড" বসিয়ে দিলেন তারা। যার ফলে হিগস-বোসন কণা হয়ে যায় ঈশ্বর কণা। যদিও অনেক বিজ্ঞানী (বিশেষত বিজ্ঞানী হিগস) এই নামকরণের বিরোধিতা করেন এই ভেবে যে নামটি অনেকের ধর্মীও অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, কিন্তু এই নামটিই প্রচলিত হয়ে যায়।

সুতরাং এটা বুঝা গেল যে ঈশ্বর-তত্বের সাথে ঈশ্বর কণার কোন সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক হচ্ছে ভরের সাথে এবং একে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের সবচেয়ে উপযুক্ত ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়! যখন মৌলিক কণাসমূহের গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়, তখন কণাদের ভরের উৎস নিয়ে একটা অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়। হিগস-বোসন কণাই হচ্ছে সেই নিয়ামক যা অনুতে ভরের সৃষ্টি করে। যে সমস্ত কণা ভরহীন অবস্থায় বিরাজ করে (ফোটন), ধরে নেয়া হয় তাদের সাথে ঈশ্বর কণার কোন সংযোগ নেই। সেই সাথে এটাও ধরে নেয়া হয়েছিল যে এই মহাবিশ্ব জুড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম আছে যা বিভিন্ন মৌলিক কণার ভরের জন্য দায়ী। এই মাধ্যমের নাম হচ্ছে হিগস-ফিল্ড বা হিগস-ক্ষেত্র, একে অনেকটা আলোকবিদ্যার ইথারের সাথে তুলনা করা যায়। তবে এই তুলনাটা শুধুমাত্র বুঝার সুবিধার জন্য, বাস্তবে হিগস-ফিল্ড এবং ইথার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারণা। সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হচ্ছে- পরবর্তীতে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়নি, তাই এই তত্বকে আর কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু হিগস-ফিল্ড যে অস্তিত্বশীল, তার স্বপক্ষে অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণ বের করা হয়েছে। আর এই হিগস-ফিল্ডের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে হিগস-বোসন কণা বা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর কণা।

ঈশ্বর কণার কিছু স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমরা জানি যে প্রত্যেক কণার জন্য একটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রতিকণা আছে (এন্টিমেটার)। কিন্তু এই কণার প্রতিকণা সে নিজেই, অর্থাৎ একে আয়নায় উল্টে দিলে একই বৈশিষ্ট্য দেখাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে এর কোন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই এবং ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা শূন্য। কোন মৌলিক কণিকা ঠিক যতটুক ঘুরে আসলে প্রথম অবস্থার মত দেখায় তাকে কণাটির স্পিন (ঝ) বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে। যেহেতু ঈশ্বর কণা সবসময় একই রকম দেখায়, তাই এর কোন স্পিন নেই, বা স্পিন শূন্য। এই কণার ভর ধরা হয় ১১৪ থেক ১৮৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (১ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট = ১.৮ X ১০ ^-২৮ কেজি)। তবে এর সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থায়িত্বকাল। একটি ঈশ্বর কণার অর্ধায়ু সর্বোচ্চ ১০-২৫ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১ সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এই সময়কাল যে কতটুক ক্ষুদ্র সেটা বোঝানর জন্য এটা বলা যেতে পারে যে একটা একক সময়ে যতগুলো ঈশ্বর কণা সৃষ্টি হয়, অই সময়টা পেরনোর আগেই তার অর্ধেক কণা বিলীন হয়ে যায়!

এখন যে প্রশ্ন মনে জাগতে পারে তা হল কি দিয়ে এই অদ্ভুত কণা তৈরি হয়! এটি এখনও একটি দুরূহ প্রশ্ন! তবে এটা বলা যায় যে ঈশ্বর কণা তৈরি হয়ার পর আপনাআপনিই ভেঙ্গে যায় এবং অনেকগুলো মৌলিক কণায় রুপান্তরিত হয়। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একে কৃত্তিমভাবে তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, যা অবশেষে সফল হয় লার্জ হেড্রন কলিডারের মাধ্যমে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৮, এই ১০ বছর ধরে একে নির্মাণ করা হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের অদূরে অবস্থিত হ্রদ এবং জুড়া পাহাড়ের মাঝখানে মাটির ১০০ মিটার গভীরে ২৭ কিঃমিঃ পরিধির একটি বৃত্তাকার সুড়ঙ্গ বানানো হয়। সেখানে হাজার হাজার প্রোটন ঝাঁক (এক ঝাঁকে ১০ হাজার কোটি প্রোটন) প্রায় আলোর বেগে প্রবাহিত করা হয়। এরকম সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন দুটি প্রোটন কণার সম্পূর্ণ মুখোমুখি সংঘর্ষের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ঈশ্বর কণা। তবে যত সহজে এখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির ব্যাপারটা তার থেকে কয়েক হাজার গুন কঠিন ও জটিল।তবে প্রথম পাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দেশ বিদেশ সম্পাদকের পাতা খেলা বিনোদন জীবন + ধারা ভিডিয়ো ঈশ্বর কণা'র আরও এক রূপ দেখতে পেল সার্ন!

এক পলকের দেখা! খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও ঈশ্বরের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল সার্নের কণা পদার্থবিদদের!

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মুকেশ আম্বানীকে নিয়ে আন্নু কাপুরের মন্তব্যে শোরগোল

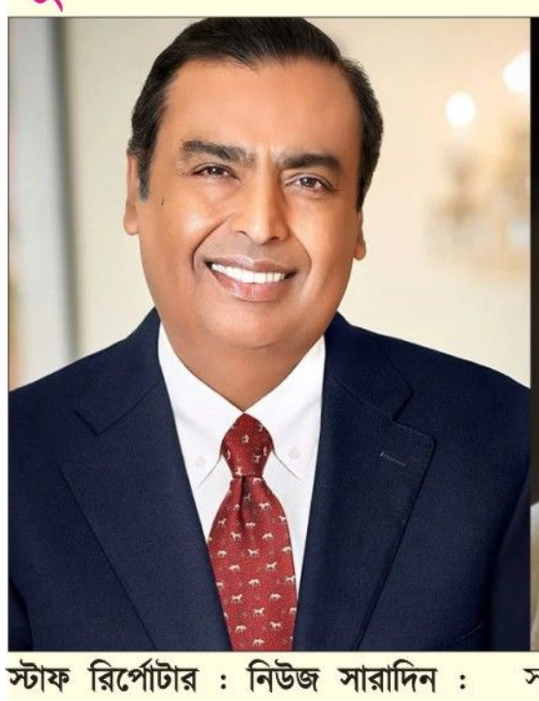

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা আন্নু কাপুর। সিনেমা থেকে ওয়েব সিরিজ আন্নুর অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক। 'মিস্টার ইন্ডিয়া' থেকে 'জলি এলএলবি ২', 'ড্রিম গার্ল'-সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজের 'সাত খুন মাফ' ছবিতে তার অভিনয় নজর কেড়েছিল দর্শকের, প্রশংসা করেছিলেন সমালোচকরাও। পরিচালক সুজিত সরকারের 'ভিকি ডোনর' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কারেও সম্মানিত হন আন্নু। আপাতত নিজের পরের ছবি 'নন-স্টপ ধামাল'-এর প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেতা। সেই ছবির প্রচারেই আন্নুর এক মন্তব্যে হইচই পড়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আন্নু কাপুরকে প্রশ্ন করা হয় 'স্ট্রাগলিং আর্টিস্ট'-এর শব্দের অর্থ কী। উত্তর দিতে গিয়ে আন্নু বলেন, "আমাকে পৃথিবীতে এমন একজন মানুষের উদাহরণ দিন, যাকে লড়াই করতে হয় না। লড়াই তো শুধু নাম, যশ বা অর্থের জন্য নয়! আপনি মুকেশ আম্বানীকে জিজ্ঞাসা করুন, তাকেও নিশ্চয়ই পরিশ্রম করতে হয়।"

আন্নুর এই মন্তব্যের শোরগোল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় পাতায়। শুধু দেশের নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ীদের তালিকার প্রথম দিকে নাম থাকে মুকেশ আম্বানীর। তার আবার কিসের লড়াই! প্রশ্ন নেটাগরিকদের।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আন্নু কাপুর। বুকে ব্যথা অনুভব করার কারণে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় অভিনেতাকে। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টে জানা যায়, গুরুতর কোনও সমস্যা নেই। বুকে সংক্রমণের কারণে কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলেন অভিনেতা, জানানো হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে চার দিন ভর্তি ছিলেন তিনি। দিন কয়েক পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন চিকিৎসকেরা। বাড়ি ফিরে সপ্তাহ খানেকের বিশ্রামের পরে শুটিং সেটে ফেরেন অভিনেতা। খুব শিগগিরই 'ড্রিম গার্ল ২' ছবিতে দেখা যাবে আন্নু কাপুরকে।

সেটে সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, এবার মুখ খুললেন তৃণা

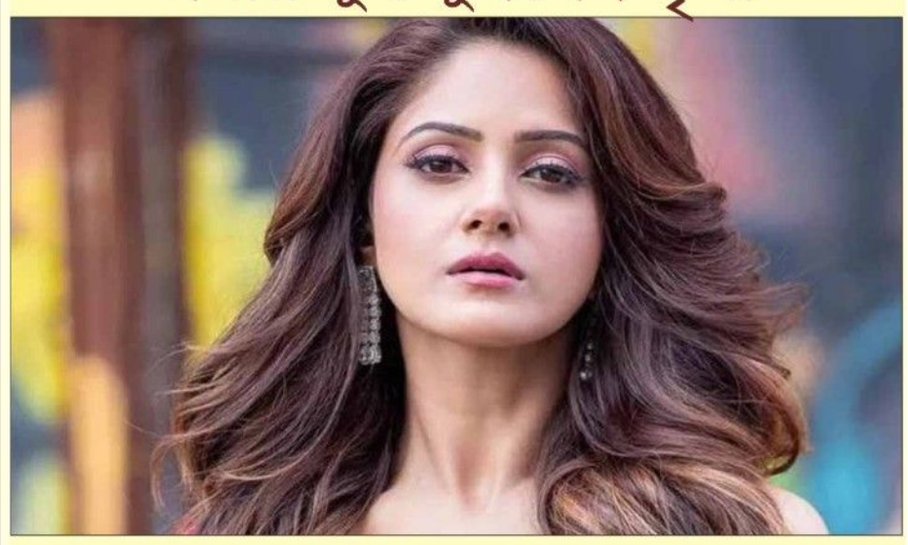

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'মাতাঙ্গী' সিনেমার শুটিং চলাকালীন সোহিনী সরকারের সঙ্গে তৃণার ঝামেলার কথা এতদিন সকলের জানা। ঘটনার পর 'মাতাঙ্গী' থেকে তৃণা সাহার বাদ পড়ার খবরও শোনা গেছে। ঘটনার পর থেকে এ বিষয়ে এত দিন কোনো কথা বলেননি অভিনেত্রী তৃণা। অবশেষে এ ঘটনায় মুখ খুললেন অভিযুক্ত তৃণা সাহা।

ভারতীয় গণমাধ্যমে তৃণা সাহা জানান, প্রথমে ভেবেছিলাম যা ঘটেছে, তা নিজেদের মধ্যেই থাকুক। এখন দেখছি আমার চুপ থাকার সুবিধা নিচ্ছেন অন্যরা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে আমাকে ভিলেন বানানো হচ্ছে। ঘটনার একটা দিকই সকলে জানতে পারছেন।

তৃণার কথায়, যে কাজটা আগে কখনো করিনি, এখন কেন করলাম, সেটাও তো বুঝতে হবে। আমাকে চিত্রনাট্য শুনিয়েছিলেন দীপাঞ্জনদা (দীপাঞ্জন চন্দ, পরিচালক), শুরুতেই তাকে বলেছিলাম আলাদা মেকআপ রুম লাগবে। ক্যামেলিয়ার সঙ্গে এর আগে একটা কাজের অভিজ্ঞতা খারাপ। দীপাঞ্জনদা বলেছিলেন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি মেকআপ আর্টিস্ট, অ্যাটেনডেন্স কিচ্ছু চাইনি। আমার বিরুদ্ধে যে কথা বলা হচ্ছে সেগুলো মিথ্যে।

তিনি বলেন, প্রথমদিন তিনি আলাদা মেকআপ রুম পাননি। পরদিন আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তবে শট দিয়ে ফেরার পর তৃণা নাকি দেখেন, তার জামাকাপড়, জিনিসপত্র অপরিষ্কার ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এরপরই নাকি তিনি মেজাজ হারান, আর বিষয়টি নিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলেন। পরের দিন নাকি তিনি দুই সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে মেকআপ রুম শেয়ার করেছিলেন, কোনো অভিযোগ ছাড়াই। তবে সেদিন নাকি শুটিং হতে দেরি হয়। অথচ নাকি রাতের খাবারের কথাও বলা হয়নি।

তার কথায়, 'মাতাঙ্গী'র শুটিংয়ে প্রত্যেকদিনই কিছু না কিছু অব্যবস্থা ছিল।

তৃণা বলেন, তিনি কিছুদিন আগে রিঙ্গোর সঙ্গে আউটডোরে শুটিং করেছেন, সেখানেও মেকআপ রুম ছিল না। এমনকি রাস্তাঘাটেই টয়লেট সারতে হয়েছে। তবে তিনি সেখানে কোনো অভিযোগ করেননি, কারণ শিল্পী হিসেবে সম্মানটুকু পেয়েছেন।

এদিন সোহিনীর সঙ্গে ইগোর লড়াইয়ের বিষয়টিও অস্বীকার করেন তৃণা সাহা। তৃণার কথায়, কে কী সুবিধা পাচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না, তিনি তার প্রাপ্যটুকু পেলেই হলো।

তৃণা জানান, সোহিনী তার নাম না করেই আর্টিস্ট গ্রুপে অপমানজনক কথা লিখেছেন, তাই ক্ষমা চাইতে বলেন। তবে প্রোডকাশন থেকে জানানো হয় সোহিনী ক্ষমা চাইবেন না। তৃণার কথায়, সকলে তাকেই বলছিলেন মানিয়ে নিতে। তবে তৃণার প্রশ্ন তার দোষ ছিল না, তারপরেও কেন তিনি মানিয়ে নেবেন। তাই তিনি সেদিন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তৃণার সাফ বক্তব্য নেতিবাচক পরিস্থিতিতে কাজ করা যায় না।

এদিকে তৃণার জন্য আর্থিক ক্ষতির যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে তার বক্তব্য তিনি অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। তবে নেওয়া হয়নি। বলা হয় এটা তার তিনদিনের পারিশ্রমিক।

এবার 'চন্দ্রমুখী'র চরিত্রে কঙ্গনা, প্রকাশ্যে এলো ফার্স্ট লুক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায়ই নিত্যদিনই শিরোনামে থাকেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। কখনো তিনি বিতর্ককে পিছু করেন, কখনও আবার বিতর্ক যেন তার পিছু নেয়।

অভিনেত্রীর 'ধাকড়' বক্স অফিসে আশার আলো না দেখতে পারলেও থেমে থাকেননি তিনি। 'তেজস', 'এমার্জেন্সি'র রিলিজ নিয়ে তিনি এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। এর মাঝেই প্রকাশ্যে এলো কঙ্গনা রানাউতের 'চন্দ্রমুখী ২' সিনেমার লুক।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালেই ফের দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন কঙ্গনা রানাউত। শোনা গিয়েছিল পি বাসুর 'চন্দ্রমুখী ২'তে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। সেই সুপারহিট তামিল সিনেমার সিক্যুয়েলেই কঙ্গনাকে দেখা যাবে দুর্ধর্ষ ভূমিকায়। যে ছবিতে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী জ্যোতিকা।

পরে সেই ছবির হিন্দি রিমেকে বিদ্যা বালানের অভিনয়ও বেশ প্রশংসিত হয়। ২০২২ সালে তার হিন্দি সিক্যুয়েলে তাব্বুও নজর কাড়েন। এবার সেই সুপারহিট 'চন্দ্রমুখী'র চরিত্রেই কঙ্গনা রানাউতকে দেখা যাবে।

শনিবার প্রযোজনা সংস্থার পক্ষে কঙ্গনা রানাউতের 'চন্দ্রমুখী ২' প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। শাড়ি, গয়নায় অভিনেত্রীকে এক নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা গেল। আর প্রথম ঝলকেই নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলে দিলেন বলিউড অভিনেত্রী। ঠিক যেমনটা তার 'থালাইভি'র সময় হয়েছিল।

এবার দেখার বিষয় 'চন্দ্রমুখী ২'তে কেমন চমক দেন কঙ্গনা? তার জন্য অবশ্য চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ওই মাসেই মুক্তি পাবে কঙ্গনার 'চন্দ্রমুখী ২'। তামিল, তেলুগু, মালয়ালম এই তিনটি দক্ষিণী ভাষার পাশাপাশি হিন্দিতেও রিলিজ হবে এই সিনেমা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল সুপারহিট তামিল সিনেমা 'চন্দ্রমুখী'। সেই সিনেমার অনুপ্রেরণায় তৈরি অক্ষয় কুমার, বিদ্যা বালান অভিনীত 'ভুল ভুলাইয়া' সুপারহিট হয়েছিল। যার সিক্যুয়েলে অভিনয় করে বক্স অফিসে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন তাব্বু, কার্তিক আরিয়ান। এবার 'চন্দ্রমুখী'র সিক্যুয়েলে কঙ্গনা রানাউত। নেপথ্যে পরিচালক পি বাসু। এই ছবিতে অভিনয় করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার রাঘব লরেন্সও।

'বার্বি'র ছক ভেঙে নজর কাড়লেন নোরা ফাতেহি

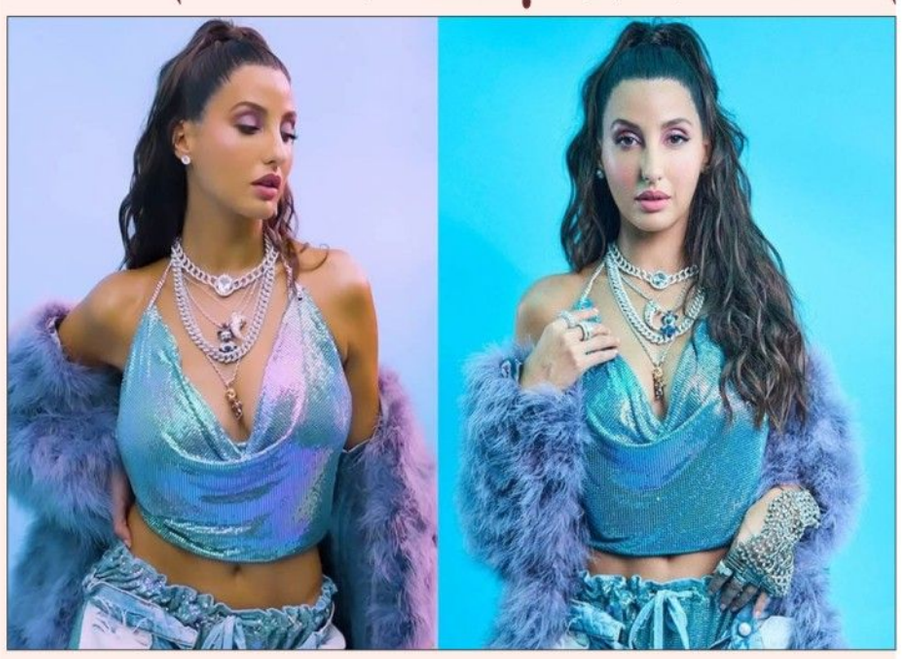

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সারা দুনিয়াতেই যেন ছড়িয়ে পড়েছে 'বার্বি' জ্বর। হলিউড থেকে শুরু হওয়া ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন বলিউড নায়ক-নায়িকারাও। তাদের সোশ্যালে শুধুই গোলাপি পোশাকের ভীড়, সেই ছক ভাঙলেন 'দিলবার' খ্যাত নোরা ফাতেহি। গোলাপি নয়, নজর কাড়লেন নীলে।

এই মুহূর্তে অভিনেত্রী ব্যস্ত 'হিপ হপ ইন্ডিয়া' রিয়ালিটি শো'য়ের প্রমোশন নিয়ে। সেখান থেকে ভাইরাল তার বার্বি লুক। সোশ্যালে উত্তাপ বাড়িয়েছে তার এই লুক। ড্যাজলিং ব্লু টপ আর ডেনিম জিন্সেই নেটপাড়ার ঘুম কেড়েছেন নোরা। প্লানজিং নেকলাইন, অফশোল্ডার ড্যাজলিং নীল টপ সঙ্গে ইনসাইড্ আউট ডিস্ট্রেস্ড জিন্স। সঙ্গে নীলাভ ফারুজ্যাকেট তার সাজে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা।

ট্রেন্ডি এই লুকের সঙ্গে নোরা পড়েছিলেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি। লেয়ার্ড সিলভার চেন নেকলেস, আংটি আর সিলভার স্ট্র্যাপি হিলস। মেকআপে ছিল গোলাপি আভা। শিমার পিংক আইশ্যাডো, উইংগড আইলাইনার, মাস্কারা দেওয়া পুরু আইল্যাশ, চিকবোনে পিচুপিংক রঙা ঠোঁট। হেয়ারস্টাইলে ছিল কার্ল হাইপনিটেল।

ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী ক্যাপশনে লেখেন, 'তুমি কী ভাবছো আমি তোমার কথা ভাবছি?' আর তাতেই ঘুম উড়েছে নেটপাড়ার।

উল্লেখ্য, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পুতুল 'বার্বি'কে নিয়ে তৈরি হয়েছে হলিউড চলচ্চিত্র 'বার্বি'। আইকনিক গল্পে নির্মিত 'বার্বি' সিনেমার পরিচালক অস্কার মনোনীত নির্মাতা গ্রেটা গেরউইগ। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন মার্গট রবি। মুক্তির আগে থেকে 'বার্বি' নিয়ে দর্শকের মনে ছিল প্রবল উন্মাদনা।

টি-টোয়েন্টিতে

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শুরু করবেন স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন দিনের পথচলায় অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার ভার পেলেন মিচেল মার্শ। এই মাসের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। সব ঠিকঠাক থাকলে লম্বা সময়ের জন্যই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুই সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হতে পারেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও দেখা যাবে এই সিরিজ থেকে। বিগ ব্যাশে ওপেনিংয়ে চমকপ্রদ সাফল্যের পর এবার জাতীয় দলেও ইনিংস শুরু করতে দেখা যাবে স্টিভেন স্মিথকে। নির্বাচক জর্জ বেইলি নিশ্চিত করেছেন, ওপেনার হিসেবেই দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যানকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ গত ফেব্রুয়ারিতে অবসর নেওয়ার পর কোনো অধিনায়ক ছিল না অস্ট্রেলিয়ার। এই সংস্করণে কোনো ম্যাচ এতদিন না থাকায় নতুন অধিনায়কের প্রয়োজনও পড়েনি। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে অবশ্য মার্শের নাম উচ্চারিত হয়েছে প্রবলভাবেই। সঙ্গে ট্রাভিস হেড, অ্যালেক্স কেয়ারি, মার্কাস স্টয়নিসরাও ছিলেন আলোচনায়। শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পেলেন মার্শই।

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। আগে কখনও ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বেও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টস করা হয়নি তার। আপাতত শুধু এক সিরিজের জন্য অধিনায়ক করা হলেও লম্বা সময়ের জন্য মার্শের নেতৃত্ব পাওয়া একরকম নিশ্চিত। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও নেতৃত্ব দেওয়া হতে পারে ৩১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে। ভবিষ্যৎ ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে অবশ্য ট্রাভিস হেডও থাকবেন জোর আলোচনায়।

বিগ ব্যাশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েছেন বাঁহাতি ফাস্ট বোলার স্পেন্সার জনসন, পেস বোলিং অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি ও স্পিনিং অলরাউন্ডার ম্যাথু শর্ট। গত বিগ ব্যাশে ব্রিজবেন হিটের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখান স্পেন্সার জনসন। যদিও ১০ ম্যাচে তার উইকেট ছিল কেবল ৯টি। তবে শেষের ওভারগুলোয় বোলিংয়ে দারুণ দক্ষতা দেখান তিনি।

বিগ ব্যাশের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও তার শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেকে প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকলেও পরের ইনিংসে শিকার করেন ৬ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে নেন ৭ উইকেট! দ্রুতই জায়গা পান অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলে। সেখানে প্রথম ইনিংসে নিউ জিল্যান্ড 'এ' দলের বিপক্ষে উইকেট নেন ৪টি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেট ও কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতেও ভালো বোলিং করেছেন ২৭ বছর বয়সী এই পেসার। গত বিগ ব্যাশেই ১৪১.১০ স্ট্রাইক রেটে ৪৬০ রান করে আসরের সর্বোচ্চ রান স্কোরার ছিলেন হার্ডি। সঙ্গে পেস বোলিংয়ে তার উইকেট ছিল ৫টি। ২৪ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও গত মৌসুমে ছিলেন দুর্দান্ত ফর্মে।

গত বিগ ব্যাশে ওপেনিংয়ে বিধ্বংসী ব্যাটিং করা স্টিভেন স্মিথ এবার জাতীয় দলেও ইনিংস শুরু করবেন। বিগ ব্যাশে রান সংগ্রহে হার্ডির স্রেফ সামান্য পেছনে ছিলেন শর্ট। ১৪৪.৪৭ স্ট্রাইক রেটে তার রান ছিল ৪৫৮। সঙ্গে অফ স্পিনে ১১ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিল তিনিই। ২৭ বছর বয়সী অলরাউন্ডার এরপর আইপিএলে খেলেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। সম্প্রতি মেজর লিগ ক্রিকেটেও খেলেন তিনি। এখন খেলছেন ইংল্যান্ডে দা হান্ড্রেড-এ নর্দান সুপারচার্জার্সের হয়ে।

এই বিগ ব্যাশেই শেষ দিকে যোগ দিয়ে চমক দেখান স্মিথ। তিন বছর পর বিগ ব্যাশে খেলতে নামেন তিনি এবার। সিডনি সিক্সার্সের হয়ে তাকে দেখা যায় ওপেনিংয়ে। প্রথম ম্যাচে ২৭ বলে ৩৬ রান করে আউট হয়ে যান। পরের ম্যাচে রান আউট হওয়ার আগে করেন ৭ ছক্কায় ৫৬ বলে ১০৭। তৃতীয় ম্যাচে অপরাজিত থাকেন ৯ ছক্কায় ৬৬ বলে ১২৫ রান করে। টানা তৃতীয় সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে পরের ম্যাচে আউট হয়ে যান ৬ ছক্কায় ৩৩ বলে ৬৬ করে। বিগ ব্যাশের এই বিধ্বংসী ওপেনারকেই এবার জাতীয় দলে চায় অস্ট্রেলিয়া। তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৫৮ ইনিংস খেললেও কখনও ওপেন করেননি স্মিথ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সিরিজে বিশ্রামে থাকবেন ডেভিড ওয়ার্নার, জশ হেইজেলউড, মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স ও ক্যামেরন গ্রিন। চোটের কারণে থাকবেন না অ্যাশটন অ্যাগার। তবে টি-টোয়েন্টির পর ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন তারা সবাই। দলে ফিরেছেন জেসন বেহরেনডর্ফ। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি ২০২১ সালের জুলাইয়ে। গত বিশ্বকাপের দল থেকে এবার জায়গা হয়নি কিপার-ব্যাটার ম্যাথু ওয়েড ও পেসার রিচার্ডসনের। কিপার হিসেবে খেলবেন জশ ইংলিস। দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের ম্যাচ তিনটি হবে আগামী ৩০ অগাস্ট, ১ সেপ্টেম্বর ও ৩ সেপ্টেম্বর।

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেসন বেহরেনডর্ফ, টিম ডেভিড, ন্যাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, স্পেন্সার জনসন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, স্টিভেন স্মিথ, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জ্যাম্পা।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলগুলো ব্যস্ত মাঠের প্রস্তুতিতে। দল গোছাতে শুরু করেছে অনেকেই। তবে সবার আগে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

১৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ঘোষিত এই দলে আছে নতুন দুই মুখ লেগ স্পিনার তানভীর সাঙ্গা ও অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি। ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করা হলেও পরে সেখান থেকে ১৫ জনকে বেছে নেওয়া হবে। বাদ পড়বেন তিনজন।

অস্ট্রেলিয়ার যে দল ঘোষণা হয়েছে, তাতে বাদ পড়েছেন মার্নাশ লাবুশেন। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার ওয়ানডে দলেও নিয়মিত খেলেছেন। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে অভিষেকের পর থেকে ওয়ানডে দলে ৩৮টি ম্যাচের মধ্যে ৩০টি খেলেছেন লাবুশেন। কিন্তু বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি তিনি।

ভারতে খেলার কথা মাথায় রেখে লেগ স্পিনার তানভীর সাঙ্গা ও অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডিকে দলে নেওয়া হয়েছে। দু'জনেই এখনো জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি। কিন্তু ভারতের মাটিতে তারা চমক হয়ে উঠতে পারেন এই আশা নিয়েই তাদের নেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের আগে দু'টি সিরিজে তাদের খেলিয়ে দেখে নেওয়া হতে পারে।

অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের কব্জিতে চোট রয়েছে। সেই চোট সারিয়ে মাঠে নামতে অন্তত ছ'সপ্তাহ লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। অন্যদিকে দলের আরেক পেসার মিচেল স্টার্কেরও কাঁধে চোট ছিল। কিন্তু এখন তা সেরে গেছে। চিকিৎসকদের সবুজ সংকতের পরেই দলে নেওয়া হয়েছে তাকে।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপের দল

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যাস্টন অ্যাগার, অ্যালেক্স ক্যারে, নেথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, জশ হ্যাজলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিশ, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, তনভীর সাঙ্গা, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টোইনিস, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

সৌদিতে খেলার আগ্রহ নেই সালাহর!

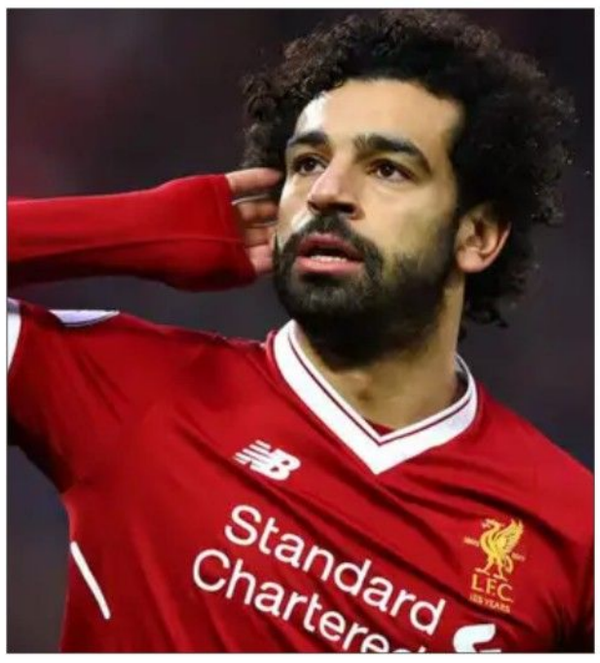

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্লাব ফুটবলে একের পর এক চমক দেখিয়ে চলেছে সৌদি আরব। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর করিম বেনজেমা, সাদিও মানে, ফ্যাবিনহো, জর্ডান হেন্ডারসন, রিয়াদ মাহরেজরা এরই মধ্যে যোগ দিয়েছে সৌদি ক্লাবে। সৌদি প্রো লিগকে বড় করার মেগা প্লানে আরও বড় তারকা ভেড়াতে চায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তারই অংশ হিসেবে আফ্রিকান ফুটবল হিরো মোহামেদ সালাহকে চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদ।

মিশরের ৩১ বছর বয়সী লিভারপুল তারকাকে আল ইত্তিহাদ বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব করেছে বলে দাবি করেছে সৌদির সংবাদ মাধ্যম আল রিয়াদিয়াহ। তবে রেডসদের সঙ্গে তিন মৌসুমের চুক্তি নবায়ন করা সালাহ ওই প্রস্তাবকে না করে দিয়েছেন।

সৌদি ক্লাবের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে সালাহর এজেন্ট রামি আব্বাস টুইট করেছেন, 'আমরা যদি ক্লাব (লিভারপুল) ছাড়ার কথা চিন্তা করতাম তাহলে গত মৌসুমে লিভারপুলের সঙ্গে তিন মৌসুমের চুক্তি নবায়ন করতাম না। মোহামেদ লিভারপুলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

গত মৌসুমে মোহামেদ সালহর ক্লাব ছাড়ার জোর গুঞ্জন ছিল। তাকে দলে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং পিএসজি আগ্রহী ছিল বলে সংবাদও বেরিয়েছিল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তার প্রতি আগ্রহী ছিল। কিন্তু তিন বছরের চুক্তি নাবয়ন করে সালাহ অ্যানফিল্ড ছাড়ার গুঞ্জনে জল ঢেলে দেন।

নুর আহমাদকে

দলে ফেরাল আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক সিরিজ পরই ওয়ানডে দলে ফিরলেন নুর আহমাদ। তরুণ বাঁহাতি লেগ স্পিনারকে ছাড়াই বাংলাদেশ সফরের এক দিনের ম্যাচগুলো খেলে আফগানিস্তান। তবে এশিয়া কাপের পরিকল্পনায় থাকায় পরের সিরিজেই তাকে দলে ফেরাল আফগানরা।

চলতি মাসের শেষ দিকে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া এই সিরিজ দিয়ে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো দুটি বড় টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের দল গুছিয়ে নিতে চায় তারা। নুরকে ফিরিয়ে ১৮ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন ইজহারুলহাক নাভিদ, নিজাত মাসুদ, জিয়া উর রেহমান। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত তিনটি ওয়ানডে খেলেছেন নুর। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দুই ম্যাচে ওভারপ্রতি ৭.২৯ রান খরচ করে মাত্র ২ উইকেট নেন তিনি।

তবে সবশেষ আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দারুণ বোলিং করে ১৬ উইকেট নেন ১৮ বছর বয়সী স্পিনার। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ, পাকিস্তান সুপার লিগ, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ, দা হান্ড্রেডেও তিনি নিয়মিত খেলেন। আগামী ২২ অগাস্ট মাঠে গড়াবে প্রথম ওয়ানডে। পরের দুই ম্যাচ ২৪ ও ২৬ তারিখ। প্রথম দুটি ম্যাচ হবে হাম্বানটোটায়। শেষটি কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। এই সিরিজ শেষ হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান ওয়ানডে দল: হাশমাতউল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইকরাম আলিখিল, ইব্রাহিম জাদরান, রিয়াজ হাসান, রেহমাত শাহ, নাজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ নাবি, আজমতউল্লাহ ওমারজাই, রাশিদ খান, নুর আহমাদ, মুজিব উর রেহমান, ফাজাল হাক ফারুকি, আব্দুল রহমান, মোহাম্মদ সালিম শাফি, ওয়াফাদার মোমান্দ। রিজার্ভ: ফরিদ আহমেদ মালিক, শহিদউল্লাহ কামাল

বিশ্ব বামন গেমসে অংশ নিল ৫০০ এর বেশি ক্রীড়াবিদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জার্মানির কোলন শহরে অনুষ্ঠিত এবারের বিশ্ব বামন গেমসে ৫০০ এর বেশি ক্রীড়াবিদ অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের নিজ নিজ ডিসিপ্লিনে পারদর্শিতা অর্জন করা এবং সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বাকিদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন।

বাস্কেটবল সহ এবছর মোট ১০টি ইভেন্টে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ভারত থেকে আসা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত আরুণাচালাম নালিনী বলেন, "এটা নিজের বাড়ি ফেরার মতো অনুভূতি।" বিশেষ অলিম্পিক গেমসে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও নয় দিনের বিশ্ব বামন গেমসে বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টনসহ ১০টির বেশি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। সম্পূর্ণ ভিন্নরকম পরিবেশে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নালিনী বলেন, "বাধা-বিপত্তিহীন চলা স্বাভাবিক মানুষ কখনো বুঝবে না অনেক ছোট ছোট জিনিস যেমন সিঁড়ি আমাদের জন্য কতো বড় সমস্যা হতে পারে। আশা করি এগুলোর পরিবর্তন হবে।"

নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য ৫৫ বছর বয়সী নালিনী অনেক বছর আগে খেলাধুলা শুরু করেছিলেন। তারপর প্যারাস্পোর্ট এর সন্ধান পেয়ে তিনি প্রশিক্ষণ শুরু করেন। আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নালিনী ৪২টিরও বেশি পদক জিতেছেন। তবে তার প্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন, যেটিতে তিনি কোলনে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। বামনদের ব্যাডমিন্টনে খ্যাতিমান খেলোয়াড় মার্ক ধারমাই তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন টুর্নামেন্টে। অনেকগুলো বাধার মধ্যে প্রতিযোগীদের জন্য একটি বড় বাধা হচ্ছে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ও যাতায়াত খরচ। যা প্রায়ই তাদের নিজেদের বহন করতে হয়। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে ধারমাই কিছু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। নালিনীকে তার অফিস থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। তবে নালিনী আশা করছেন, ভবিষ্যতে ভারত সরকার বামন খেলোয়াড়দের পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। জার্মান অ্যাসোসিয়েশন অফ শর্ট-স্ট্যাচারড পিপল এবং তাদের পরিবার (বিকেএমএফ) এ বছর এই বিশেষ গেমস সফলভাবে আয়োজন করে। বিকেএমএফের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিসিয়া কার্ল-ইনিগ বলেন যে,ও জার্মান এনজিও অ্যাকশন মেনশ এবং কোলনের জার্মান স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির সমর্থন সত্ত্বেও এটি আয়োজন করা কঠিন ছিল। তবে এই অভিজ্ঞতা অনেক মূল্যবান। এটি একটি অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম।"

প্রতিযোগীরা জার্মানিতে এসে এই সুন্দর আয়োজনে অংশ নিতে পেরে খুবই আনন্দিত।

হায়দরাবাদের হেড কোচ ভেট্টরি

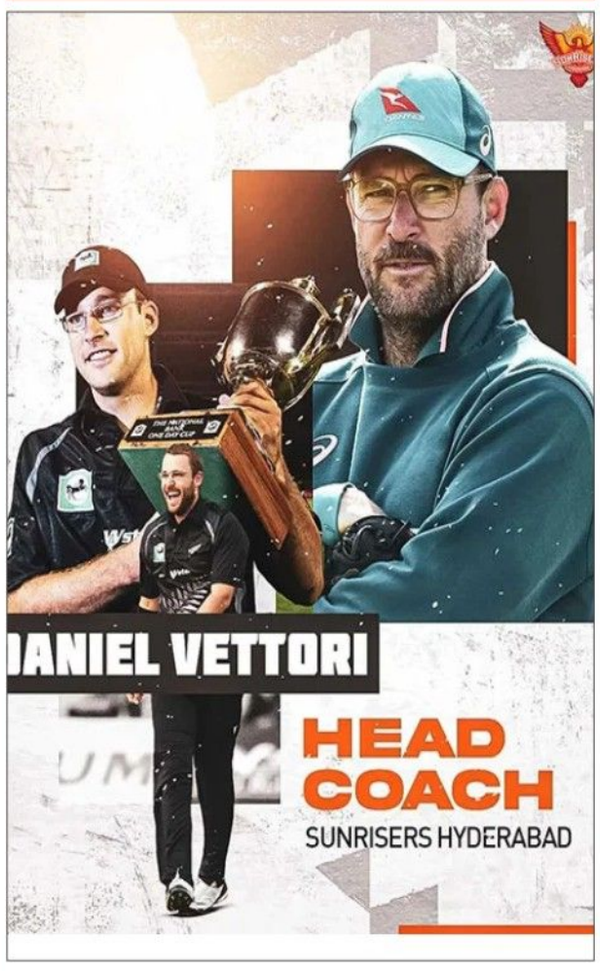

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) গত আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেড কোচ ছিলেন ব্রায়ান লারা। এবার তাকে সরিয়ে ড্যানিয়েল ভেট্টরিকে দায়িত্ব দিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ টুইট করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জানিয়েছে, কিউই কিংবদন্তি ভেট্টরি তাদের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। লারার সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ভেট্টরিকে বেছে নিয়েছেন তারা।

সাবেক কিউই স্পিনার এর আগে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত কোহলিদের কোচ ছিলেন তিনি। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া দলের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। এর আগে বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বও সামলেছেন। গত মৌসুমে কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাকে কোচের দায়িত্ব দিয়েছিল হায়দরাবাদ। টম মুডির জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR